গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পানি সরবরাহ-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নম্বর-৪৬.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১০.২২-১৫২৭

তারিখ: ২৪ কার্তিক ১৪৩০ / ০৯ নভেম্বর ২০২৩

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মোঃ জামানুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা সার্কেল, খুলনা [সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (চ. দা.), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা জেলা, পাবনা]-এর বিরুদ্ধে পাবনা জেলার সুজানগর পৌরসভায় আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য Piped Water Environmental Sanitation প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না করে সমস্ত টাকা উত্তোলনসহ ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে ১১ জুন, ২০২১ তারিখে আনন্দ টিভিতে প্রচারিত সংবাদ এবং ০৯ মে, ২০২১ তারিখে জাতীয় দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় "সুজানগরে ভেস্তে গেছে সুপেয় পানি প্রকল্প" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ১৯/০৭/২০২২ তারিখে ৩৭৩ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বর্ণিত কর্মকর্তাকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় - যার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী নিম্নরূপ:

(১) প্রথমবার পাম্প চালু করার সাথে সাথে পাইপ ফেটে যায়। তিনি পাইপের গুণগতমান যাচাই না করে মানবিহীনভাবে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং কারিগরি দিক থেকেও প্রকল্পটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়নি - যার দায় প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে তাঁর;

(২) 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি' এবং 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' গঠনে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ না করে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে;

(৩) প্রকল্পে সুজানগর পৌরসভায় ৭২৫ টি গৃহে সংযোগ যথাযথভাবে দেয়া হয়নি, ফলে ৭২৫ টি গৃহের বাসিন্দারা সুপেয় পানির সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং এর দায় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তাঁর;

(৪) তিনি প্রকৃত ঠিকাদারের বাইরে সাব-ঠিকাদার দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। কারিগরি দিক বিবেচনায় অদক্ষ ও অপেশাদার ঠিকাদার দ্বারা কাজটি সম্পন্ন করায় প্রকল্পটি কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি ঠিকাদারদের সঠিকভাবে মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। তাই প্রকল্পের অনিয়ম ও ব্যর্থতার দায় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তার;

(৫) তিনি প্রকল্পের তফসিলসহ জমি বুঝে না পাওয়া সত্ত্বেও স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করে সরকারি অর্থের অপচয় করেছেন। ফলে কিছু স্থাপনা ও মালামাল বেহাত হয়েছে;

(৬) তিনি প্রকল্প শেষে ডাবল কেবিন পিক-আপ গাড়িটি পরিবহন পুলে ফেরত না দিয়ে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্তব্যে অবহেলা করেছেন;

(৭) প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ২০ বছর স্থায়ীত্ব ও লাভজনক একটি প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হলেও তাঁর অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনায় প্রকল্পটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয় এবং উপকারভোগীরা কাঙ্খিত সুপেয় পানি সরবরাহ হতে বঞ্চিত রয়েছেন।

যেহেতু, অভিযোগের বিপরীতে অভিযুক্ত নিম্নোক্ত জবাব পেশ করেছেন:

(১) প্রকল্পের আওতায় সুজানগর পৌরসভায় ২০০ মিঃমিঃ ব্যাসের ১.১০ কিঃমিঃ, ১৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের ৪.৪২ কিঃমিঃ ও ১০০ মিঃমিঃ ব্যাসের ২৩.৪৮ কিঃমিঃ পাইপলাইন অর্থাৎ মোট ২৯ কিঃমিঃ পাইপলাইন পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত স্থান তালিকা অনুসরণে স্থাপন করা হয়েছে। মালামালের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়র ও তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে BOQ অনুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত পাইপ হতে দৈবচয়নের মাধ্যমে সংগৃহীত নমুনা KUET/RUET-এ পরীক্ষার মাধ্যমে গুণগতমান (BS-3505) নিশ্চিত হয়ে Class-B পাইপ দ্বারা কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, মেয়র কর্তৃক প্রত্যয়ন প্রদানের পর চলতি বিল এবং কার্যাদেশভুক্ত সমুদয় কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যৌথভাবে Pressure test ও disinfection সম্পন্ন করে সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে মেয়রের নিকট হস্তান্তরের পর চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

(২) PPA-২০০৬ ও PPR-২০০৮ এর বিধি-৭ ও বিধি-৮ এবং তফসিল-২ অনুসরণে 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি' ও 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী টেন্ডার কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৩) প্রকল্পের আওতায় সুজানগর পৌরসভায় ৭২৫ টি গৃহসংযোগ পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত স্থান তালিকা অনুসরণে নির্মাণ করা হয়েছে এবং মেয়র কর্তৃক প্রত্যয়ন প্রদানের পর চলতি বিল এবং কার্যাদেশভুক্ত সমুদয় কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করে চুড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

(৪) প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিভুক্ত সকল অংগের কাজ PPA-2006 ও PPR-2008 অনুসরণে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয় এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তুলনামূলক বিবরণী অনুমোদন করা হয়। এক্ষেত্রে, কারিগরীভাবে রেসপনসিভ এবং ১ম সর্বনিম্ন দরপত্রদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এছাড়া, ঠিকাদার নিয়োগে কোনরূপ অনিয়ম হয় নাই। তাছাড়া, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজসমূহ যথাযথভাবে মনিটরিং করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক কার্যসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদনের পর পৌরসভা ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই বাছাই অন্তে পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

(৫) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক জমি অধিগ্রহণের কোন সংস্থান ছিল না। পৌরসভার সাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কীয় চুক্তিনামার 'ঝ' শর্ত মোতাবেক "উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় জমি প্রকল্প বাস্তবায়নকালের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করিবে।" সে মোতাবেক মেয়র, সুজানগর পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত স্থানে স্থাপনাসমূহ নির্মাণ এবং পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁর কর্মকালীন সময়ে নির্মিত স্থাপনাসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার হয়ে আসছিল। উল্লেখ্য, বদলীজনিত কারণে ১২/০৩/২০১৬ তারিখে তিনি পাবনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বভার করার প্রায় ৬ বছর ৬ মাসের অধিক সময়কালের পর স্থাপনাসমূহ বেহাত হওয়ার বিষয়ে তাঁর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

(৬) গাড়িটি সরকারি পরিবহন পুলে জমা প্রদানের জন্য স্মারক নং-১২, তারিখ: ০৬/০৭/২০১৫ এবং স্মারক নং-৮৪৩, তারিখ: ১৭/০২/২০১৬ মাধ্যমে প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বরাবর নির্দেশনা চেয়ে পত্র প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বদলীজনিত কারণে ১২/০৩/২০১৬ তারিখে তিনি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা জেলার দায়িত্ব হস্তান্তরপূর্বক সিরাজগঞ্জ জেলায় যোগদান করেন।

(৭) "পাবনা জেলার সুজানগর, ভাঙ্গুড়া ও চাটমোহর পৌরসভায় পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড এনভায়রণমেন্টাল স্যানিটেশন" প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয় এবং সুজানগর পৌরসভার কাজ নিয়ম মাফিক সম্পন্ন করে সকল স্থাপনা চালু অবস্থায় ৩১/১০/২০১৩ ও ২৯/০৬/২০১৫ তারিখে মেয়র, সুজানগর পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

যেহেতু, বর্ণিত প্রকল্প সম্পর্কে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সামগ্রিক মূল্যায়নে উল্লেখ করা হয়েছে:

"প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামোসহ অন্যান্য মেশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্ট চালু ও ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কর্তৃক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামো পৌরসভা কর্তৃক পরিচালনাসহ রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। পাম্প হাউজসমূহ সচল থাকতে দেখা যায় এবং এ সকল পাম্প হাউজ দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ২ বার চালু করা হয়। বাসা বাড়িতে সংযোগকারী কিছু গ্রাহকের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, তারা বর্তমানে পৌরসভা হতে তাদের চাহিদা মোতাবেক পানি সরবরাহ পাচ্ছে।"

যেহেতু, বর্ণিত প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজের মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত এবং কাজ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অধিকতর তদন্তের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১২/০৩/২০২৩ তারিখে ৫০৪৬ নম্বর স্মারকে গঠিত ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি হতে নিম্নরূপ প্রতিবেদন পাওয়া গেছে:

"ইতোপূর্বে কমিটি কর্তৃক একটি স্থানের পাইপের নমুনা সংগ্রহপূর্বক বাহ্যিক গুণগতমান পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্থাপনা যেমন উৎপাদক নলকূপ, পাম্প হাউজ, বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন, সারফেস ড্রেন ও মিটারসহ গৃহ সংযোগ ইত্যাদি অবকাঠামোসমূহ পৌরসভার নিকট হস্তান্তরিত হলেও তা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর অভাবে বর্তমানে অব্যবহৃত/অচল অবস্থায় আছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়।

প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০১১ সালে নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা বিভাগ, পাবনা ও মেয়র, সুজানগর পৌরসভা, পাবনা এর মধ্যে প্রকল্পের শুরুতেই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কীয় চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। "প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পৌরসভা পালন করবে" মর্মে চুক্তিনামায় উল্লেখ আছে। সুজানগর পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থাটি ২০১২ সালে স্থাপন শুরু হয় এবং পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট সকল অবকাঠামো সম্পূর্ণ ব্যবহার উপযোগী ও চালু অবস্থায় ২০১২ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হয়। অবকাঠামোসমূহ পৌরসভার নিকট হস্তান্তরের পর পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবকাঠামোসমূহের গুণগতমান সম্পর্কিত অভিযোগের কোন প্রমাণক নথিপত্রে পাওয়া যায়নি। পানি সরবরাহ ব্যবস্থাটি সচল না থাকার কারণে দীর্ঘ ১১ বছর পূর্বে বাস্তবায়িত ও পৌরসভার নিকট হতে হস্তান্তরিত অবকাঠামোসমূহের নির্মাণকালীন সময়ের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণসহ গুণগতমান নির্ণয় করা কমিটির পক্ষে সম্ভবপর হয়নি, তবে কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ের নথিপত্রে প্রাপ্ত পাইপ টেস্টের রিপোর্ট পর্যালোচনাপূর্বক দেখা যায়, পাইপ টেস্টের ফলাফল সন্তোষজনক ছিল।

যেহেতু "পাবনা জেলার সুজানগর, ভাঙ্গুরা ও চাটমোহর পৌরসভায় পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড এনভায়রণমেন্ট স্যানিটেশন" প্রকল্পের আওতায় সুজানগর পৌরসভায় নির্মিত সকল অবকাঠামোসমূহ সম্পূর্ণ ব্যবহার উপযোগী এবং চালু অবস্থায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সুজানগর পৌরসভায় হস্তান্তরিত হয়েছে, সেহেতু চুক্তিপত্র অনুযায়ী অবকাঠামোসমূহ হস্তান্তর পরবর্তী পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্বও সুজানগর পৌরসভার।"

যেহেতু, জনাব মোঃ জামানুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা সার্কেল, খুলনা [সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (চ. দা.), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা জেলা, পাবনা] কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব, সংযুক্ত প্রমাণাদি এবং ব্যক্তিগত শুনানী পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, জনাব মোঃ জামানুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা সার্কেল, খুলনা [সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (চ. দা.), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা জেলা, পাবনা]-কে একই বিধিমালার বিধি ৬ (২) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলা (মামলা নম্বর-০৪/২০২২) নিষ্পত্তি করা হলো। একইসাথে তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। সাময়িক বরখাস্ত কালকে নিয়মিত কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হলো। এজন্য তিনি বিধি মোতাবেক বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

৯।১১।২০২৩

মুহম্মদ ইব্‌রাহিম
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

নম্বর-৪৬.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১০.২২-১৫২৭/১ (১২)

তারিখ: ২৪ কার্তিক ১৪৩০ / ০৯ নভেম্বর ২০২৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

১. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক, হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, বাংলাদেশ কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৭. জনাব মোঃ জামানুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা সার্কেল, খুলনা [সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (চ. দা.), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা জেলা, পাবনা]।
৮. উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৯. চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিজিএ ভবন (৫ম তলা, গেইট নং-৪), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১১. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
১২. অফিস কপি।

১৯/১১/২৩

মোঃ আকবর হোসেন
উপসচিব